আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতি সৌধ সম্পর্কে
বাংলাদেশী আর্কিটেক্টস ইন অস্ট্রেলিয়ার (বি,এ,এ)
মিডয়া রিলিজ

এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে আবার লিখতে হবে তা আমরা ভাবিনি। না ভাবার প্রধান কারণ বাংলা-সিডনি ডট কম আর সিডনি বাসী বাংলা ডট কম ওয়েব সাইটে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশের পর থেকে একুশে একাডেমীর সভাপতি নির্মল পালের আজ্ঞীকার। কি অজ্ঞীকার? হ্যাঁ, একুশে একাডেমীর নির্বাহী কমিটি আমাদের সাথে ডিজাইন টি নিয়ে বসবেন। গত ২১ জানুয়ারী ২০০৬ একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে নির্মল পাল আবারও একই আশ্বাস দেন যে ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ স্মৃতি সৌধের 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের' পর আমাদের সাথে ডিজাইন টি নিয়ে বসবেন। কথাপ্রসঙ্গে ডিজাইনটি যে ভাল হয় নি এবং এটা নির্মান করা যে ঠিক হবে না, খোলাখুলি এ মন্তব্যে তিনি কোন দ্বিমত প্রকাশ করেন নি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে তা হ'লে আজকে লিখছি কেন? লিখছি তার কারণ, গত ২২ শে জানুয়ারী ২০০৬ রেডিও বাংলা অস্ট্রেলিয়ায় দেয়া নির্মল পালের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হ'ল আমাদের সাথে অর্থাৎ বি, এ, এ র সাথে আর কোন বিরোধ নেই, আমরা তাঁদের ডিজাইন টি মেনে নিয়েছি এবং এটির নির্মানের জন্য তাঁদের সাথে আমরা আছি। সিডনিতে বসবাসরত কমিউনিটির কাছে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্যই এ লেখা।

বিরোধ তো কখনই ছিল না, এটা তো বিরোধের ব্যাপার নয়, বিরোধ থাকবে কেন? একুশে একাডেমী একটি মহান উদ্যোগ নিয়েছে, আর আমরা তাঁদের সাথে থাকবোনা? না থাকার কারণ কি কিছু আছে? কিন্তু এটা মোটেও ঠিক নয় যে আমরা ডিজাইনটি মেনে নিয়েছি। ডিজাইনটি যদি সমর্থনই করলাম তা হ'লে আমাদের এত উদ্বেগ কিসের।

যদিও একুশে একাডেমীর সদস্যদের মাঝে ডিজাইন করার যোগ্য ও দক্ষ প্রতিভা রয়েছে, আপনারা রেডিও তে দেয়া সাক্ষাৎকারে শুনেছেন যে নির্মল পাল নিজেই এই ডিজাইন করেছেন। কমিউনিটির কাছে একটি ব্যাপার পরিষ্কার করা প্রয়োজন আর তা হ'ল ডিজাইন টি কে করেছেন তা নিয়ে আমাদের কখনই মাথা ব্যথা ছিল না - এখনও নেই। যথাযথ এবং ন্যূনতম শিল্পমান সম্পন্ন একটি ডিজাইন নির্বাচিত করলে আমাদের সমর্থন অবশ্যই থাকতো। স্থপতি হিসেবে এটি আমাদের নৈতিক দ্বায়িত্ব - একুশে একাডেমীর এত দিনের এত সুন্দর প্রচেষ্টার যথার্থ বাস্তবায়নে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা করা। অর্থাৎ একটি ডিজাইন গাইডলাইন

এবং জমাকৃত নক্সা নির্বাচনের ক্রাইটেরিয়া তৈরী করতে একুশে একাডেমীকে সহায়তা করা। যার ভিত্তিতে একুশে একাডেমী উন্মুক্ত ডিজাইন প্রতিযোগিতা আহ্বান করতে পারতো। আমাদের বিশ্বাস এ প্রক্রিয়া সার্বজনীন ভাবে আবশ্যই গ্রহনযোগ্য হত এবং আমাদের নতুন প্রজন্ম এ প্রক্রিয়ার সাথে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পেত।

এই প্রেক্ষিতে বক্তব্য এসেছে, প্রশ্ন এসেছে যে একুশে একাডেমী তো ডিজাইন আহ্বান করেছিল, কেউ ডিজাইন জমা দেয় নি, স্থপতিরা তখন কোথায় ছিল? এ প্রশ্ন অবান্তর। ডিজাইন জমা দেয়ার আগে ডিজাইনটাতো করতে হবে, কিন্তু কিসের ভিত্তিতে ডিজাইন করবো? আমরা চেস্টা করেও তাঁদের কাছ থেকে কোন গাইডলাইন বা ট্যকনিক্যাল বিবরন বের করতে পারিনি।

আবারো প্রশ্ন আসবে তবে আমাদের সহায়তার আহ্বান এত দেরীতে কেন? আমরা যথা সময়েই একুশে একাডেমীর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। আমাদের ২১ শে জানুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা তাঁদের পাশে আমাদের রাখবেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দৃষ্টান্ত রাখবেন। যদিও একাডেমী আমাদের সহায়তার আহ্বান উপেক্ষা করে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আগেই তাড়াহুরো করে সরাসরি উন্মোচনের জন্য নির্মান কাজ শুরু করে দিয়েছেন তবুও ব'লব Nothing is too late. তাড়াহুরো করে, এত ডলার খরচ করে যেন তেন ভাবে বিশ্বে প্রথম হওয়ার জন্য এই স্বনির্বাচিত এবং তথাকথিত ডিজাইন টি তৈরী করা কি এতই প্রয়োজন?

ডিজাইন টি মানসম্পন্ন না হ'লে কাউনসিলের অনুমোদন হ'ত না এ ধারণা ঠিক নয়। আবার এ ধারণাটাও ঠিক নয় যে অনুমোদন পাওয়া অনেক কঠিন। কাউনসিল একটা আইনের আবকাঠামোর আওতায় আনুমোদন দেয়। একটা প্রস্তাব, তা বাড়ী বা স্মৃতি সৌধ তৈরীর জন্যই হোক না কেন, আইনের অবকাঠামো যথাযথ ভাবে মানলেই অনুমোদন পেতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। শিল্প-শৈলী বিচার টা এখানে মূখ্য নয়। উল্লেখ্য, একই আইনের আওতায় অনুমদিত নক্সাটি পরিবর্তনও করা যায়।

প্রশ্ন এসেছে, স্বনির্বাচিত নক্সা টি না হ'য়ে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে নক্সা জমা দিলে কি কাউনসিল অনুমোদন দিত না? এ প্রশ্নের মাঝেই ধ্বনিত হ'চ্ছে স্বনির্বাচিত ডিজাইন টির গ্রহণ যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থতা।

বাঙ্গালির ইতিহাস অশ্রু আর রক্তবিন্দু দিয়ে লেখা। বাঙ্গালির ব্যথা ও বেদনা স্থপতি মাইনুল হোসেনের হৃদয় নিংড়ে সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব, সুপরিকল্পিত এবং শিল্পিত রুপ - সাভার স্মৃতি সৌধ। প্রতিকূলতার বাঁধ ভেঙ্গে শিল্পী হামিদুর

রহমান করেছেন চরম সৃজনশীল সৃষ্টি - ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। এই সৃষ্টিতে বাঙ্গালির আবেগ সুপরিকল্পিত এবং শিল্পিত রুপে বিমূর্ত হয়েছে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম, যাদের হাত ধরে আমরা প্রভাত ফেরী করে "স্থম্ভের' পাদদেশে পুস্পস্তবক অর্পন করব, যারা এই "স্থম্ভের' রক্ষনাবেক্ষন করবে, কি দিচ্ছি আমরা তাদের। আমাদের আশঙ্কা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে গড়ে ওঠা শত শত উপেক্ষিত শহীদ মিনারের মত সিডনির এই স্মৃতি সৌধ না সেভাবেই উপেক্ষিত হয়। একুশে একাডেমীর সদস্যদের মাঝে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কি কেউ নেই?

জিয়া আহমেদ - স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ
সভাপতি, বাংলাদেশী আর্কিটেক্টস ইন অস্ট্রেলিয়া